# আমার রবীন্দ্রনাথ

- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

শৈষ কৈশোর পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সর্বময় একজন, যৌবনের শুরুতে এসে আমি দুজন রবীন্দ্রনাথের দেখা পাই । একজন রবীন্দ্রনাথ বাইরের ও সর্বসমক্ষের, আরেকজন রবীন্দ্রনাথ অন্তর্নিহিত গোপন । বাইরের রবীন্দ্রনাথ, যিনি কবিগুরু, বিশ্ববরেণ্য, দ্রষ্টা, তাঁর সম্পর্কে কিছুটা অভিমান ও বিরোধিতা জমে ওঠে । তাঁকে অস্বীকার করার দুঃসাহস দেখা দেয় আমার মধ্যে । এই দুঃসাহসের মধ্যে হয়তো একটু শৌখিনতা ছিল, সে শৌখিনতা কিছুটা কল্লোলযুগের লেখকদের উত্তরাধিকার, আর কিছুটা কাগজের ওপর আমার নিজের কলম রাখার অহংকার-বশতঃ । কিন্তু তখনও ভিতরে একজন সুবিপুল রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, আমার অধিকাংশ একা মুহূর্তের যিনি অধীশ্বর, কোনো বালিকাকে প্রেমপত্র লিখতে গেলে তাঁর রচনা ছাড়া গতি ছিল না, আমার যে কোনও মুগ্ধতাবোধে তিনি ভাষা দিতেন । মাঠ জুড়ে বৃষ্টি পড়ছে, তখন আমি গুন গুন করতে বাধ্য ছিলুম তাঁর গান, হঠাৎ মানুষের মধ্যে থমকে গিয়ে আমি মানুষকে দেখতুম, গোপন রবীন্দ্রনাথের চোখে গ্রন্থ খুলে আমি দেখতে পেতুম শব্দের অসংখ্য সিঁড়ির উন্মোচন ।

ক্রমশ আমি ভিতরের এই রবীন্দ্রনাথকে হারাতে শুরু করি, অনেকটা আত্মবিস্মৃত হবার মতোই এই রবীন্দ্র-বিস্মৃতি, এজন্য আমি বেশ কিছুদিন বেদনা পেয়েছি । তখন আমার তেইশ বছর বয়েস, তিরিশে চৈত্র সন্ধ্যেবেলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছি, এমন সময় ঝড় উঠলো, কালবৈশাখীর, ঘন্টা দেড়েক ধরে চললো সেই বিপুল তাণ্ডব । আমি বারান্দাতেই দাঁড়িয়েছিলাম, অনেকক্ষণ পর একটা কথা মনে পড়ায় চমকে বা শিউরে উঠেছিলাম । ততক্ষণ ধরে ঝড় দেখছি, কিন্তু একবারও আমার মনে পড়েনি তো যে, এই ঝড়ে গত বছরের সমস্ত আবর্জনা ও গ্লানিকে উড়িয়ে দিয়ে নবীনকে আহ্বান জানাচ্ছে । এ কথা মনে পড়ার পরে সচেতনভাবেও এ ধরণের কোনো রূপক আমি দেখতে পেলুম না ঝড়ের মধ্যে । বরং বাগান ও যত রাজ্যের ধুলো উড়িয়ে আসছে আমার চোখে, আমাকে অন্ধ করে দেবার ফিকির এই ঝড়ের, কিন্তু আমি তো গত বছরের আবর্জনা নই । বাগানের নবীন হরিতকি গাছটা যে সে উপড়ে ফেলে দিল, তার মধ্যেও কোনো সমীচীনতা নেই । প্রকৃতি, এই ধরণেরই অযৌক্তিক ও পাগলাটে, ঈর্ষায় ভরা । আসলে ঝড়ের কোনো রূপ বা রূপক কিছুই নেই । ঝড় হচ্ছে ঝড়ই আর কিছুই না, আমি যে এই দণ্ডে ঝড়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, এইটুকুই সত্য, আমি দৈবাৎ তখন এয়ার কণ্ডিশন ঘরে বসে থাকলে সে কেমন করুণভাবে মিথ্যে হয়ে যেত । সেই রকম রোদ্দুর, বৃষ্টি ও নদী, এরা সবাই উপমাবিহীন, আমি এদের সামনে দাঁড়ালে একটা মুহূর্তের সত্য সৃষ্টি হয়, এবং সেটা আমি তখন কী রকমভাবে বেঁচে বা দাঁড়িয়ে আছি, তার ওপর নির্ভরশীল ।

এইভাবে আমি অন্তরের রবীন্দ্রনাথকে হারাতে শুরু করি । এই হারানোর সমূহ ক্ষতি আমারই নিজস্ব । এই বিপুল সম্পদ অপসারণের ফলে আমি কত দরিদ্র এখন, আমার শীর্ণ দেহ, কোটরগত চক্ষু, ভাগ্যহীন ললাট, কিন্তু আমি সত্যবাদী হয়েছি, তপস্বীর মত সত্যবাদী । আমি দীর্ঘকাল কবি রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে এক উৎসবময় দেশে মধুর স্মৃতি ভরে বেড়াতে গিয়েছি, তারপর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তিনি উঠেছেন এক আলোকোজ্জ্বল বিমানে, আমি প্রবেশ করেছি এক অপরিচিত অরণ্যে, যেখানে বিপদ ও ভালো লাগা মুহূর্তে বদল হয় । তিনিই হাত ছাড়িয়ে নিয়েছেন, আর আসতে চাননি । আমি জেনে গেছি, কবিতা আর কখনো বাণী উচ্চারণ করবে না, কবিতা আর কোনো কবিকে জনতার মাথা ছাড়িয়ে কোনও উঁচু বেদীতে বসাবে না । কবিতা হয়তো এখন আর সরস্বতীর পূজার জন্য পুষ্প নয়, এখন কবিতা নদীর তরঙ্গে ছুঁড়ে দেওয়া তামার পয়সার মতো, হারিয়ে যাওয়াই তার নিয়তি । ❑